দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪ ....

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট
তরুণ শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে কিছু পরামর্শ

অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক হিসেবে আজ আমাকে যে বিষয় সবচেয়ে ব্যথিত করে, তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেশনজট সমস্যা। গত তিন, সাড়ে তিন দশক ধরে দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই সমস্যায় আক্রান্ত। এর সহযোগী সমস্যা ছিল সন্ত্রাস নামক আরেক ব্যাধি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই দুটো সমস্যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কিত। কেড়ে নেয় আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে মূল্যবান সময়। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং তাদের অভিভাবকেরা এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। অতীতে সন্ত্রাস ও সেশনজট দূর করার কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও এটা নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ ক্রমে ক্রমে এই সমস্যা বেড়েই চলেছে। আমাদের তরুণ সমাজ এতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। চার-পাঁচ বছরের শিক্ষাজীবন শেষ করতে সময় লেগে যাচ্ছে প্রায় আট-দশ বছর। শিক্ষা জীবন বিলম্বিত হওয়ার কারণে তার প্রভাব পড়ছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন, কর্মজীবন শুরু করার ক্ষেত্রে, উচ্চতর শিক্ষাজীবন শুরু করার ক্ষেত্রে, সরকারী চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইত্যাদি। তাছাড়া পরিবারকে নির্ধারিত সময়ের পরেও শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে চলতে হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সমস্যা নিরসনকল্পে আজও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বা করতে পারেনি।

আমরা যারা ষাটের দশকের প্রথমদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম এবং ঐ দশকের শেষদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি, তাদের কাছে সেশনজট শব্দটি ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। বস্তুতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো সেশনজট সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা আন্দোলনসহ অনেক গণতান্ত্রিক আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন সর্বোপরি স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক এই মহৎ আন্দোলনে শরিক হয়েছে। কিন্তু তা কখনো ছাত্রসমাজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়।এ সকল ঘটনায় ছাত্রদের শিক্ষা জীবন কখনো প্রলম্বিত বা দীর্ঘায়িত হয়নি। সময়মতো শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বস্তুতঃ ষাটের দশক সময় পর্যন্ত এ দেশের কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশনজটের সৃষ্টি হয়নি, এটা কেউ চিন্তাও করেনি। চার বছরের পড়া ছয় বা সাত বছরে শেষ হবে, এটিও কেউ কখনো ভাবেনি। কখনো কখনো মুষ্টিমেয় ছাত্র-ছাত্রী সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হলেও তা বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারকে স্পর্শ করতে পারেনি। শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করতে পারেনি। ষাটের দশকে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক আইয়ুব-মোনায়েমের শাসনামলে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং তখনকার শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় একদল গুণ্ডা-সন্ত্রাসী স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে। তখন থেকে অনির্ধারিত ছুটির সূত্রপাত হয়, কিন্তু তাতেও সেশনজট সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। ছাত্র-শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ষাটের দশকের শেষ নাগাদ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মোটামুটিভাবে সন্ত্রাস ও সেশনজট মুক্ত ছিল।

কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালের চিত্র ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো ক্যাম্পাসে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের অঙ্গসংগঠন ছাত্র সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করতে থাকে। এ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য পেশী, লাঠি, অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হতে থাকে।

দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো ক্যাম্পাসে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের অঙ্গসংগঠন ছাত্র সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করতে থাকে। এ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য পেশী, লাঠি, অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হতে থাকে। বড় বড় ছাত্র সংগঠনের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে সন্ত্রাসীরা লালিত-পালিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসগুলোতে তথা ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় সশস্ত্র সংঘর্ষ ও রক্তপাতে লিপ্ত হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হয়নি। নিরাপত্তার খাতিরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে অনির্ধারিত ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বড় বড় ছাত্র সংগঠনের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে সন্ত্রাসীরা লালিত-পালিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসগুলোতে তথা ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় সশস্ত্র সংঘর্ষ ও রক্তপাতে লিপ্ত হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হয়নি। নিরাপত্তার খাতিরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে অনির্ধারিত ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় তথা স্বৈরাচারী আমলে এটি আরও বেশী বিস্তার লাভ করে। অনির্ধারিত ছুটির মাত্রা সবচেয়ে বৃদ্ধি পায় এই সময়ে। এর ফলে সেশনজট সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অনুষদে চার বছরের কোর্স শেষ করতে প্রায় আট বা নয় বছর সময় লেগে যায়। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের চার বছরের কোর্স শেষ হতে সময় লেগে যায় সাত/আট বছর। এক শ্রেণীর শিক্ষকের কাজে গাফিলতি অর্থাৎ সময়মতো কোর্স শেষ না করা, সময়মতো পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন না করা এবং সময়মত পরীক্ষার ফল প্রকাশ না করাও এ সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

বৃহত্তর ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, গোষ্ঠী, সন্ত্রাস বা সেশনজট সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী নয়। অথচ, তাদেরকেই এর মাশুল দিতে হয়। সে যাই হোক, এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হবে। আমার মনে হয় বাংলাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সমস্যা একেবারেই অনুপস্থিত। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বারিপাত, বরফপাত, ঝড়-ঝঞ্ঝা, টাইফুন, সাইক্লোন, বজ্রপাত কোন কিছুই তাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করতে পারে না। তাহলে আমরা কেন এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাব না?

আমি মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক আন্তরিক হলে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। সেশনজট থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আমি নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো পেশ করছি।

১) নির্ধারিত সংখ্যক ক্লাসের চেয়ে অতিরিক্ত সংখ্যক ক্লাস নিয়ে সেশনজট কমানো সম্ভব। এটির খুব একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

২) আমি যতটুকু জানি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কলা, বাণিজ্য ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলোর ক্লাস দুই বা আড়াইটার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এর পর থেকে এই সকল শিক্ষকের কক্ষে তালা ঝুলে এবং শ্রেণীকক্ষগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। অর্থাৎ বেলা আড়াইটার পর এই সকল বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকের কাজ থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্র-শিক্ষক এই সুযোগ এর সদ্ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ আমি সুপারিশ করতে চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে প্রতিটি কোর্সের অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোর্স শেষ করা সম্ভব।

৩) কোর্স শেষ করার চার সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। পরীক্ষা বিকেল বেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে। তাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কক্ষ পেতে অসুবিধা হবে না।

৪) পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। যে শিক্ষক সময়মত পরীক্ষার খাতা দেখতে ব্যর্থ হবে, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে এক পরীক্ষকের (Single Examiner) নম্বরের ভিত্তিতে ফল প্রকাশ করা যেতে পারে।

৫) অতিরিক্ত ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণের জন্য হয়তো শিক্ষকদের কিছু পারিশ্রমিকের বা সম্মানির ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনায়াসেই এই অর্থের যোগান দিতে পারবে। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক রয়েছেন যে, তারা ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য কোন পারিশ্রমিকের তোয়াক্কা করবেন না বলে আমার মনে হয়। সে যাই হোক, সেশনজট নিরসনকল্পে শিক্ষকরা যে অতিরিক্ত শ্রম ব্যয় করবেন সেই পরিশ্রমের অর্থ যোগাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তেমন বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যায়গুলো মঞ্জুরী কমিশনের সাথে পরামর্শ করতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্য নিতে পারে।

৬) ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে, দুপুরে এবং বিকেলে ক্লাস করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তাদের পরিবারের তথা অভিভাবকের আর্থিক বোঝা লাঘবকল্পে একটু অধিক পরিশ্রমী হতে হবে। আমাদের দেশের বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রী মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসে। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবককে একটি ছেলে বা মেয়ের উচ্চ শিক্ষার লেখাপড়ার ব্যয়ভার দীর্ঘ সাত/আট বছর ধরে বহন করা কষ্টসাধ্য; অনেকক্ষেত্রে অসম্ভব। তাই আমি মনে করি, পরিবারের তথা পিতা-মাতার মুখের দিকে তাকিয়ে হলেও তারা যেন তাদের বিশ্ববিদালয়ের শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত না করে।

৭) বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ফার্মেসী অণুষদে Laboratory Work বাধ্যতামূলক, কাজেই তাদের দুপুর ও বিকেল বেলাতেও এ কাজের সাথে যুক্ত থাকতে হয়। সকালের দিকে বেশীর ভাগ ল্যাব অব্যবহৃত থাকে। তাই এখানেও শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত ল্যাব ক্লাস নেওয়ার প্রশ্নটি দেখা দিবে। অর্থাৎ আমি এখানে যা বলতে চাই, তা হল Time Adjustment-এর কথাটি। তাছাড়া এ সকল Faculty-র অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলোর Laboratory Work ছুটির দিনেও হতে পারে। অর্থাৎ আমি যা বলতে চাচ্ছি, ছুটির দিন ও অন্যান্য অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে, আমরা সেশন জটকে সংকুচিত করে আনতে পারি। আমি কম পড়িয়ে সংকোচনের পক্ষে নই। বেশী পরিশ্রম করে সময়ের সদ্ব্যবহার করে অনায়াসেই ছয় মাসের কোর্সকে চার মাসে বা সাড়ে চার মাসে সমাপ্ত করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

৮) Laboratory Work -এ যেহেতু শিক্ষকদের পরিশ্রম বেশী হয় তাই তাদের পারিশ্রমিক আনুপাতিক হারে অন্যান্য অনুষদের শিক্ষকদের চেয়ে বেশী হবে।

৯) ছাত্র-শিক্ষক আন্তরিক হলে শিক্ষা জীবনকে যে সেশনজট মুক্ত রাখা সম্ভব তার উদাহরণও আমাদের সামনে বিদ্যমান। যেমনঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ (Anthroplogy Department) এখনও মোটামুটিভাবে সেশনজট মুক্ত। আমি এ বিভাগের প্রবীণতম শিক্ষক। ১৯৯২ সালে আমরা এ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করি। এ বিভাগের শুরু থেকেই আমরা অত্যন্ত সজাগ ছিলাম যেন এ বিভাগটি সেশনজটের করাল গ্রাস হতে মুক্ত থাকে। লক্ষ্য অনুযায়ী শুরু থেকেই এ বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করি যেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন প্রলম্বিত না হয়। আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে বলতে পারি যে, এ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা সেশনজটের ভয়াবহ গ্রাস হতে মুক্ত। উল্লেখ্য, আমাদের এ মহান অর্জনের জন্য কোন অতিরিক্ত অর্থ/সম্মানীর প্রয়োজন হয়নি। এ জন্য যা প্রয়োজন হয়েছিল তা হলো অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া। সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশ। সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকও শিক্ষার্থীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা।

১০) বিশ্ববিদ্যালগুলোর অনির্ধারিত ছুটি বন্ধ করতে হলে ছাত্র সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসী কর্মকান্ড নির্মূল করতে হবে। ছাত্র রাজনীতির অর্থ সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য হতে পারে না। ছাত্রদের আদর্শ-ভিত্তিক রাজনীতি কখনো শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করতে পারে না। দেজুড়বৃত্তির সন্ত্রাসী রাজনীতি চিরতরে বন্ধ হলে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ম শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এবং তা হলে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সেই পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্ধারিত ছুটির প্রয়োজন হবে না। ১৯৭৩ সালের আইন সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষকদের নির্বাচন কমিয়ে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষকের মূল দায়িত্ব জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান সৃষ্টি। ছাত্র-ছাত্রীর কল্যাণে শিক্ষক তার জীবন উৎসর্গ করতে পারলে, শিক্ষকের জীবন হবে স্বার্থক। বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার পাশাপাশি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষককে অবশ্যই তার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

১১) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলে, ছাত্র-শিক্ষকের সহযোগিতায় আমার উপরোক্ত পরামর্শগুলো বাস্তবায়ন করলে আমরা অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেশনজটমুক্ত করতে সমর্থ হব। এদেশের শত সহস্র তরুণ শিক্ষার্থীর জীবনকে একালের এক ভয়াবহ সমস্যা ও সংকট থেকে মুক্ত রাখতে একজন শিক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই মহৎ কর্ম সম্পাদনে সক্রিয় হতে উদাত্ত আহ্বান জানাই।

[লেখক : সাবেক উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক রাষ্ট্রদূত]